শুভ-অধিবাস।



গীতি নাট্য



"জাগভু বৃকভানু-দুলালি মোহন যুবরাজে'



শ্রীসুরেশচন্দ্র দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২২১



কলিকাতা।

শ্রীগদাধর মল্লিক কর্ত্তৃক

২১ নং নাথেরবাগান ষ্ট্রীট "আল্‌ফ্রেড যন্ত্রে" মুদ্রিত।

অশেষ-গুণ-সম্পন্ন

পূর্ণচন্দ্র-প্রভ—

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের

পবিত্র করে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি—

কৃতজ্ঞতাবনত গ্রন্থকারের—আন্তরিক প্রীতি

ও

ভক্তি সহকারে—

উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীঅ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যুবরাজ	... ...	উজ্জয়িনী-রাজপুত্র।
বিজয়রঞ্জন	... ...	গায়ক।

স্ত্রীগণ।

বসন্তলতা	... ...	বরদা-রাজকুমারী।
যমুনা প্রমদা মাধুরী সুহাস	... ...	ঐ রাজকন্যার সহচরীগণ।
যোগিনী	... ...	বিন্ধ্যাচলবাসিনী।
রাজপরিচারিকা।		

দ্রষ্টব্য।

কথিত আছে উজ্জয়িনী-রাজপুত্রের সহিত বরদা-রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বরদা-রাজ বহুল ব্যয়ে বিন্ধ্যাচল-উপত্যকায় এক উদ্যানবাটী প্রস্তুত করেন—যথাকালে বিবাহ কারণ রাজপুত্র স্বজনগণ—সমবিভ্যাহারে তথায় উপস্থিত হয়েন—বরদা-রাজও স্বীয় দুহিতা ও অন্যান্য জনগণ সহ উৎসবকারণ উপনীত হয়েন। উক্ত বিষয় যথামত লিপিবদ্ধ হইয়া "শুভ-অধিবাস" নামে অভিহিত হইল।

শুভ-অধিবাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্য উপত্যকা সন্নিধিস্থ বন-সম্মুখ।

(বসন্তলতাকে লইয়া সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত। (নং ১)

নীলাম্বর রঞ্জিত বিগলিত তপনে।
শীতল ধরণী বন আলু থালু পবনে॥
তটিনী উদাস চিতে, উছলে বিজন গীতে,
আকুল অকুল আশে হেলে কুল বাঁধনে,
বিভোর বিহগ গায় বিধূনিত নীলিমায় ;
শিহরে শিখর বন, হাসে ফুল গোপনে॥

সুহাস। রঙ্গিল প্রবাহ চলে, বনগিরি-বক্ষঃস্থলে—
হেরলো সুন্দরী সখী শোভা বিকশিত।

প্রমদা। সমীর ললিত ধ্বনি, মরি কিবা বিমোহন,

সুদূর তটিনী তানে মন বিমোহিত।

মাধুরী। ক্রমে ঘন বন ঘিরে, দেখনাকো আর,
আঁধার অঞ্চলা হের সন্ধ্যার সঞ্চার ;
গীতবাদ্য জনরব, সুদূরে শুনায় সব,—
লুকায় তটিনী, গিরি গহন আড়ে ;
আঁধারে আকুল কায়, দিকহারা ভেসে যায় ;
ফিরে চল পথহারা হই ভয় বাড়ে !

প্রমদা। কি কারণ কর ভয়, ওই হের হেমময়,
উজ্জ্বল কেমন, উচ্চ কুঞ্জবাস শির !
পুলকে পবনসনে পতাকা অধীর !
এ নদী ত কুতূহলে কুঞ্জের অশোক তলে,
সোহাগে চলিতে টলে, উছলে সনীর ;
কি ভয় ! হবনা হারা তটিনীর তীর ?

সুহাস। বিজন বিপিনে সই, কেন লো বিহ্বল হই ?
চল লো সকলে মিলে ওই শিলাতলে ;
তুলিয়া ললিত তান, সুখ-সুধা করি দান,
হৃদয়-নিঝর ঢালি অচলমণ্ডলে !

প্রমদা। নীরবে কেন লো সই, কথা কও কথা কই—
আমরা কি সুখী নই তব সুখে ধনী ?
ভালবাস বলি তাই, নীরবিলে ব্যথা পাই,—
মগ্ন মনে কি ভাব লো বল না ভাবিনী ?

সুহাস। রহ লো দুদিন সই, পাবে রসরাজ ;
মিলিবে মনের সাধে, মুখে কি বলিতে বাধে
বিবাহের নামে সই, বাড়ে কি লো লাজ ?

বসন্তলতা।— 　　গীত (নং ২)

সজনী লো মনে কত হয়।
চাপি মৃদু হাসি, লাজে না প্রকাশি,
স্বপন সমান নাহি পরিমাণ;
জাগে লো হৃদয়ময়॥
বিভোর অন্তরে কি সুখে ভাসি,
কত নবছবি ভুলায় আসি,
কত কুঞ্জ ঝকে, কত ফুলহাসি,—
মধু পরিমল পবন বয়॥
যেন বীণাতানে স্থিরা নিশিথিনী,
সমীর সোহাগে শিহরে মেদিনী,
জোছনার নীরে হেমতরী ফিরে—,
তালে তালে নাচে লহরে লহরে—
উধাও হৃদয়ে ভাসাইয়ে লয়ে,
সুখের কাহিনী শুনাতে শুনাতে—
পাগল করিয়া পায় লো লয়॥

প্রমদা। 　সখি লো!
কি সুখ—তখন বুঝিবে—তথা!—
যবে রসের সাগর মিলিবে নাগর,
হৃদয় ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া,
শুনিবি মধুর বঁধুর কথা!

সুহাস। 　সদা রঙ্গে ফিরিবে বঁধুর সঙ্গে,
মোরা সজনী লো—

কুসুমের হার পরাইব হেম অঙ্গে ;
এ রূপ সাগর, চতুর নাগর,
ভাসিবে প্রেম তরঙ্গে !

মাধুরী। ভাল সবে ভাল রয়েছ ভুলে,
কোথায় যমুনা, সাথে আছে কি না,
দেখিতে নাই কি নয়ন তুলে ?

সুহাসন। এইত সে ছিল, কোথা লুকাইল !
এমন চপল দেখিনে সই !

মাধুরী। আঁধার গহনে কোন্ পথে গেল,
কেমনে বা তার সমাচার লই ?

প্রমদা। নদীতীরে যাব বলিয়া গেছে,
কত তরী ভাসে—হেরিব উল্লাসে ;
চল ফিরে যাই পাইব পাছে !

সকলে।— গীত (নং ৩)

ধূসর অঞ্চল চালি সুচঞ্চল,
শীতল নিশা ওই আসে।
ব্যাপ্ত তিমির দল সব দিক মণ্ডল,
মত্ত কি ঘোর বিলাসে ॥
ভেদি অতল জল, শোভি ঊর্দ্ধতল,
পূর্ণশশী পরকাশে ;—
হেরি তিমির গণ, ধায় শৈলবন ;
তারকাকুল হাসে ॥

(সকলে গমনোদ্যত)

মাধুরী। যাইতে হবে না দেখ লো দূরে,
আর কানু সনে ওই না যমুনা—
তরু তলে তলে আসিছে ঘুরে ?
(যোগিনী সহ যমুনার প্রবেশ)

প্রমদা। বিজন বনেও তোমার সঙ্গিনী,
কোথায় মিলিল ? তুমি ধন্য ধনী।

যমুনা। (বসন্তলতাকে দেখাইয়া)
হের গো যোগিনী ! যাহার কারণ
উৎসব প্লাবনে মগ্ন বিন্ধ্যবন !
বরদারাজের আদরের ধন,
কনকবরণি কুসুম-প্রতিমা,—
রাজবালা ওই মোদের সখী !
উজ্জয়িনী রাজকুমারের সনে,
শুভ প্রতিপদে বিবাহ মিলনে
কর আশীর্ব্বাদ যেন দুইজনে,
মনের হরষে হয় গো সুখী !

প্রমদা। কুমারের করে সঁপিয়া সজনী,
মোরা সহচরী দিবস রজনী,
যেন এই মত রহি অবিরত,
হেরিয়া যুগল, জুড়াই আঁখি !

বসন্তলতা। প্রণমি যোগিনী ! পূজিতে না জানি-
ক্ষম গো বালিকা আমি !
কর আশীর্ব্বাদ না ঘটে প্রমাদ,
রহে যেন মন সুপথগামী !

যোগিনী। মনোমত পতি পাবে রাজবালা,
ভুঞ্জিতে হবে না কভু দুখজ্বালা ;
হবে রাজসুতা রাজার বনিতা,
ভাগ্যবতী তুমি হবে রাজমাতা ;
হবে তব যশে ভুবন আলা !

মাধুরী। ফুটিছে শশীর হাসি চল ত্বরা ফিরে যাই !
সকলে ব্যাকুলা হবে যদি হেরে ঘরে নাই।

বসন্তলতা। উপবন মাঝে যাবে কি যোগিনী ?
ফুটেছে কুমুদী শশী-সোহাগিনী,
আরও কত ফুল ফুটেছে বহুল,
জনমে না কভু যে সকল বনে,
পিতার আদেশে এসেছে যতনে—
কত শিল্পকার গৌরব কেতন
রচিয়াছে কত মানস মোহন !
মণিস্তম্ভরাজি—হেম হর্ম্ম্যসারি,
মরকত কুঞ্জ শোভিত দুধারি ;
প্রস্তর-প্রাঙ্গণে রেখেছে কেমনে,
শীতল স্ফটিক বারি !
হীরক খচিত পতাকাদলে,
পুলকে পবন নাচিয়া চলে ;
কতশত দীপ জ্বলিবে নিশায়, হেরিব সকল ঘুরে
ঝকিবে রতন মণি কত শত,
চল না যোগিনী নহে ত দূরে !

যোগিনী। যাব এবে বালা তটিনীর তীরে,

আছি দিবা উপবাসী ;
মরকত মণি চিনিব কেমনে,
আমরা কুটীরবাসী ?

বসন্তলতা। যাবে না কি তবে উপবনে ?

যোগিনী। যাব কালি, শুন বরাননে !

(যোগিনীর প্রস্থান।)

বসন্তলতা। কালি যবে আসিবে যোগিনী,
আসিব কুটীরে তার !
শুনিব তাহার যতেক কাহিনী,
জানিব কে আছে আর !

যমুনা। রজনী বাড়িছে চল সবে ঘরে,
বিলম্বে কি কাজ অরণ্য ভিতরে ?

সকলে।— গীত (নং ৪)

মাধুরী ঢল ঢল, মধু মলয়ানিল,
বিপিন বিকাশিত চাঁদ করে॥
উছলে রজত জল, অম্বর উজ্জ্বল,
সুখ নিশি শোভিত সাধভরে॥
বিজন শিখরদল বিধুমুখ বিহ্বল,
সুধা সমাকুল দিক কুল লো,—
ফুল্ল প্রাণ চল ফুল্ল ঘরে॥

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জবনের একপার্শ্ব।

(সম্মুখে দীপাবলি সজ্জিত অট্টালিকা মধ্যে মৃদু নহবত বাদ্য

(বসন্তলতা সহ সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত (নং ৫)

জাগিছে মধুর কুঞ্জ জাগ কুঞ্জবাসী।
জাগলো কুসুম-কলি হেরি রূপরাশি॥
হের হৃদি মাঝে হায় মধু উছলিয়া যায়,
আনন্দে বিহর নিশা মধুনীরে ভাসি॥

প্রমদা। সকলে জাগিয়া সকলে মাতিয়া
আমোদে অধীর সই!
চল, আমরাও গাঁথি কুসুম ভূষণ,
কুসুমে মিলায়ে রই!

সুহাস। দেখেছ কেমন দূর হতে সই,
শোভিছে প্রমোদ-কুঞ্জ?
থরে থরে কিবা কিরণ প্রকাশি
হাসিছে আলোক পুঞ্জ?

মাধুরী। ভিতরেও কিবা আলোক মণ্ডলে,
রতন মণির কিরণ ছুটে!
যেন দলে দলে মাতিয়া মঙ্গলে,
রবি শশী তারা রয়েছে ফুটে!

যমুনা। মরকত বন শোভিত যেমন,
তেমন সজনি হয়নি আর !
হেমতরু শোভে রজত পল্লবে,
হৃদহৃদে শোভা কি কব তার !

মাধুরী। প্রবালের দলে নবীনা ব্রততী
তরুকায়ে কায় রয়েছে মিশে,
মরকত ফুল ফুটি রাশি রাশি
কে ক'বে সে, সবে—কৃত্রিম কিসে !

প্রমদা। নির্ঝরে ঢালিছে সুশীতল বারি,
গোলাবের বাস তায় !
সমীর স্বননে পরিমলে তার,
কানন ভরিয়া যায়।

সুহাস। তরু তলে তলে বসিতে আসন,
রতন খচিত বসনে ঢাকা ;
বিহরে দুধারে ময়ূর ময়ূরী,
ধরিয়া গরবে রতন পাখা !

যমুনা। নবতৃণ মুখে উর্দ্ধকর্ণে কিবা,
রতন হরিণ রাজে !
প্রাণ হর গুণ বিনায়ে কেমন,
ব্যাধের বাঁশরী বাজে !

মাধুরী। বর্ষেক ধরিয়া যত শিল্পকার,
রচিয়াছে যত দেখেছি সবে ;
সারা উপবন করেছি ভ্রমণ,
নৃপতি সদনে আছিলে যবে !

বসন্তলতা। জননী বিহীনা আশৈশব সই,
পিতার আদরে না হয় মনে;
যবে সিংহাসনে বসি তাঁর পাশে,
সভাজন যত সুভাষে সম্ভাষে,
স্নেহের সাগর তরঙ্গ নিচয়,
উথলিয়া উঠে পরশে হৃদয়;
ভাসি লো হরষে তাঁহার সনে!

সুহাস। কালি কিসে সই আসিলা নৃপতি,
একসাথে সবে ছিনু ত মোরা!

প্রমদা। কুমার—কি জানি—আগে আসে যদি,
তাই দ্রুত হয়ে আইলা ত্বরা!

বসন্তলতা। আমরা আসিলে অভাব না হয়,
এই হেতু অগ্রে আগমন তাঁর!

যমুনা। বিবাহের পরে এ কানন না কি,
দিবেন দম্পতি-করে উপহার?

মাধুরী। শুনেছ সজনি, এসেছে কুমার সহ সহচরগণ?
নৃপতি আদেশে পূরব প্রাঙ্গণ—
হইয়াছে বাস হেতু নিরূপণ,
সচিব প্রধান তুষিতে কুমারে আছে তথা অনুক্ষণ!

সুহাস। কুমারের নাম জান কি যমুনা?

মাধুরী। চল মন্ত্রীপাশে সব যাবে জানা।

প্রমদা। গিয়াছিনু সবে গহন দর্শনে,
অনুচর কেহ ছিল না সনে;
শুনি রুষ্ট ভূপ কহিল বিদ্রূপ,

দেখিলে সভয় প্রহরিগণে!

যমুনা। গিয়াছে বিজয়া বারতা দিতে।

সুহাস। রাজাদেশে এই আসে লো নিতে।

(রাজপরিচারিকার প্রবেশ।)

রাজপরিচা। কাতর ভূপতি, উচাটন অতি—
নৃপতিনন্দিনী কোথায় ছিলে?

বসন্তলতা। গিয়াছিনু গহন দর্শনে—
সজনী সকলে মিলে!

রাজপরিচা। আসিয়াছে এক গায়কপ্রবর—
রূপেগুণে যেন সিদ্ধ বিদ্যাধর!
কুমার প্রেরিত, কি মধুর স্বর,—
মোহিত সভায় শুনিল যত!
তোমারে শুনাতে নৃপ অনুমতি।

যমুনা। কোথা সে গায়ক কহ লো সুনীতি?

রাজপরিচা। লয়ে গেছে তারে মন্ত্রী গণপতি,
মরকত কুঞ্জে আদেশমত!

(রাজপরিচারিকার প্রস্থান)

যমুনা। এস এস সবে যাই গায়ক যথায়!

বসন্তলতা। আহা! হের সখি কত ফুল ধুলায় লুটায়!
ম্লানরূপরাশি, ফুরায়েছে হাসি,
অলি আসি, না পরশি তায়—
অন্যমনে সঞ্চয়নে যায়!

প্রমদা। ফিরিয়া আসিয়া গাঁথিব লো সই—
সারানিশি ধরি কুসুমহার!

মাধুরী। চল আগে হেরি কেমন গায়ক,
বুঝিব কুমারে হেরি সাধ্বী তার!

সকলে গীত (নং ৬)

দেখে না দেখে না ফিরে মধুকর কুটিল।
ভুলায়ে নবীনকলি মধু ছিল লুটিল ॥
সাধিয়া আপন কাজ যাবে যদি রসরাজ।
দেখে যাও গুণনিধি ফুলহৃদি টুটিল ॥

(গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মরকত কুঞ্জের সম্মুখ।

বসন্তলতা সহ সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত (নং ৭)

মরি কি অপরূপ সাজে।
মরকত কুঞ্জ বিরাজে জলমাঝে ॥
মধুর সমীর বহে বাস উড়ে।
কোকিল কুহরে ঘন কুঞ্জচূড়ে।
শোভা হেরি সুরপুর নন্দন লাজে

(সকলের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ ও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন।)

(বিজয় গায়কের প্রবেশ।)

সুহাস। হের লো সজনি অনুমতি তরে—
দাঁড়ায়ে গায়কবর!

যমুনা। কে তুমি গায়ক! কি আশে হেথায়?

প্রমদা। কি নাম কোথায় ঘর?

গায়ক। নাম মম বিজয়রঞ্জন, উজীনৃনগরে বাস.;
কুমার সদয়, সদা সহচর,
তাঁহার মঙ্গল আশ!
রাজ তনয়ায় শুনাইতে গীত,
আগমন হেথা—তাঁহারি প্রেরিত!

যমুনা। কুমার আদেশ নতশিরে ধরি,
এই রাজবালা—মোরা সহচরী;
ধন্য ভাগ্য আজ!

মাধুরী। ধন্য হোক প্রাণ,
সঙ্গীত সুধায় তোষ মতিমন!

বিজয়-গায়ক। রাজকুমারীর কিবা অনুমতি,
জানিতে বাসনা করে মূঢ়মতি!

বসন্তলতা। কহলো গায়কবরে কি সাধ্য আমার,
কেন হেন সম্ভাষণ!
সৌভাগ্য সবার, তেঁই কৃপা তাঁর।

যমুনা। যথা রুচি তব গাহ মহাজন!

গায়ক　　　　গীত।

মধুবৃন্দাবন, সুর মনোমোহন,

বেণু ধ্বনি বহি মধুর সমীরণ,
মগ্ন গোপকুল সে সুখ আকুল,
গোকুল সুপ্ত বিলাসে,
নিশীথ নীরব নিশি অবকাশে।
যমুনা তট'পরি কুঞ্জ চারী হরি,
রাজিত রঞ্জন প্রেম মূর্ত্তি ধরি,
শুদ্ধ প্রেমময় নিত্য সুখোদয়,
ভক্ত চিত্ত তম নাশে,
সুখদ সুধাকর কিরণ প্রকাশে।

সুহাস। আহা বনমালী মুরলীবদন!
প্রমদা। গাও গাও ব্রজলীলা করিব শ্রবণ!
গায়ক। গীত।

মধুবংশীরব চকিত মুগ্ধ সব,
মুরলীধর বর সুন্দর মাধব,
ফুল্ল বদনঘন, ভবভয় ভঞ্জন,
সুর সঙ্গীত উল্লাসে,—
সে রসরঙ্গে ত্রিভুবন ভাসে।
প্রীত পুলিনবন উজ্জ্বল দরশন,
নীরব কোকিল শুনি আলাপন,
ব্রজরমণীগণ স্মরি মনোরঞ্জন,
ব্রজবঁধু বিপিন নিবাসে,—
অতি দ্রুতগতি মতি মধুময় আশে।
কুসমিত কুন্তল বেণী ঝলমল,

বাসস্খলিত ভয়-কম্পিত কুচদল,
স্মরমদ সজ্জিত, সরস সুলজ্জিত,
নূপুর ঝনরণ ভাষে,--
পুলক মত্ত বঁধু প্রেমপিয়াসে।
আসি মিলিল সব ব্রজবন বৈভব,
রাধাশ্যাম কি শোভা অভিনব,
দৃশ্য দীপ্তবর—পূর্ণচন্দ্র-কর,—
ঢল ঢল নীলাকাশে,—
ম্লান বিম্বসম ইহযুগ পাশে।

মাধুরী। জয় রাধা জয় শ্যাম বৃন্দাবন ধন!

যমুনা। শুন গীত, কেন হও অধীর এমন!

গায়ক। সুরস শ্রীরাস গীত, কবিকুল বিবর্ণিত;
এ গাঁথা কি নহে মনোহর?
বিষম সংশয় মনে, নাহি কৃপা অভাজনে;
রাজবালা কেন নিরুত্তর!

যমুনা। সখি! শুনিলে কি গায়কের নিবেদন?
অন্যমনাঃ কেন হেরি মৌন কি কারণ!

বসন্তলতা। (কণ্ঠহার মোচন করিয়া)
সখি, লহ এই রত্ন-হার গায়কের পুরস্কার;
এ গীত সুন্দর অতি মানসমোহন!

যমুনা। হে গায়ক! তব গীত রসপূর্ণ সুললিত.
লহ এই পুরস্কার রতনের হার!

গায়ক। শিরোধার্য্য সুপ্রসাদ রাজতনয়ার;

অনুমতি হয় চাহি বিদায় এখন ;
আদেশিলে পুনঃ আসি করিব দর্শন !

(গায়কের প্রস্থান ।)

মাধুরী। ধন্য এ গায়ক, কি মধুর স্বর ;
যেন শ্রুতিমূলে সুধার নির্ঝর !

বসন্তলতা। (স্বগত) গায়ক সুন্দর হেন নাহি ছিল বোধ—
আহা মধুর মোহন গায় !
প্রাণ এত পক্ষপাতী—একি অনুরোধ—
ভাল দেখা দেখি ভাল দায় !

যমুনা। কি ভাবিছ সুলোচনে, যাবেনাকো ঘরে ?

বসন্তলতা। সখি, সাধনা কি হেন গীত শিখিতে আদরে ?

যমুনা। শিখিবে সোহাগে সখি কুমারের বামে !

বসন্তলতা। শয়ন মন্দিরে চল জুড়াই বিরামে !

সুহাস। সে কি সখি গাঁথিবে না বসি ফুল হার ?

বসন্তলতা। অভাব কি কালি প্রাতে গাঁথিব আবার !

সকলে। গীত (নং ৯)

নির্ম্মল অম্বর সুন্দর ভাতি।
উজ্জ্বল চাঁদ কি উজ্জ্বল রাতি ॥
স্নিগ্ধ কুসুমকর, স্নিগ্ধ চরাচর।
চঞ্চল অনিল সুসৌরভ মাতি ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

(বসন্তলতাকে লইয়া সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত (নং ১০)

চল চল চল কুঞ্জকাননে চল লো বিমল হাসি।
কুসুম চয়নে কুরঙ্গনয়নে, চল লো হরষে ভাসি॥
নিশীর শিশিরে শোভিত বিস্তর,
প্রসূন পীযূষ লোভে মধুকর—
নির্ঝরের নীরে, শীতল সমীরে সরস সুবাস বাসি॥
শিরে ধরি হের রাঙ্গা ফুলডালা,
হেরি তোমা তরুবিলাসিনী বালা।
নামিছে চুমিছে চরণ চারু ঢালিছে কুসুম রাশি॥

যমুনা। সজনী লো!
শীতল ধরণী, শ্যামল বরণী,
নীহারের হারে শোভিত কিবা!
ঊষার ছটায় বিমল বিভায়—
সরস হৃদয়ে হাসিছে দিবা!

মাধুরী। মধুর প্রকৃতি-শোভা হের লো ফিরে,
হের লো রূপের ছটা সরসী-নীরে!
প্রমোদি প্রসূনে হের গুন-গুনে,
ফিরি মধুকর করিছে সেবা!

সুহাস। নির্ঝরে নীর ঝরে রজত ধারা—
বিমোহন স্বরে মন আপনা হারা!
পুলকে আলোকে বন, বিলাসিত বিচরণ;
নীরবে মগন এবে রহে বা কেবা!

যমুনা। সখি লো!
নীরস নলিনী কেন প্রভাতে প্রকাশে?
নীলাভ কেন লো রাঙ্গা বদনে বিকাশে?

প্রমদা। বিচলিত ঝটিকায় ব্রততীর প্রায়,
কেন বিমলিনী মুখে হাসি না যুয়ায়!

মাধুরী। কোথা সে মধুর হাসি চঞ্চল চরণ-
বিজড়িত কি বিষাদে লো বিধুবদন?

বসন্তলতা। সজনী লো যামিনীতে বিরামে ব্যাঘাত,
কু-স্বপনে ভীত চিত হ'ল অকস্মাৎ!

মাধুরী। কি স্বপনে বিরসিত বল লো সত্বরে?

বসন্তলতা। না সখি ভাবিতে নারি শরীর শিহরে!

যমুনা। জানাব কি মহারাজে?

বসন্তলতা। না সখি মরিব লাজে তাহে কাজ নাই!

প্রমদা। বল যদি তবে গিয়ে কুমারে জানাই?

বসন্তলতা। আনগে কুসুম তুলি গাঁথিব লো সই,
ফুল-হার বিনাইতে যদি ভুলে রই!

সকলে।— গীত (নং ১১)

চল লো চল লো ফুলবনে।
তুলি ফুল দুকূল ভরিয়া মধুমনে॥
নবীন মুকুল বাছিয়া আনি।

সাজাব সখীরে কুসুমরাণী ॥
গাহিব মিলিয়া ভ্রমরা সনে।
কেলি-কাননে ॥
(গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।)

বসন্তলতা। (স্বগত)
এ কি হ'ল দায়—কি হবে উপায়—
কে দিবে প্রবোধ মনে!
নাহি মানে মানা, ভুলে ত ভুলে না,
সদা সেই ধ্যানে জ্ঞানে।
যতেক বাসনা সুখের সঞ্চয়,
সে অধর হাসে লয়েছে আলয়,
আর আমার নয়—আমার হৃদয়,
কেন এ সুখের ভাণ!
কারে বলি ব্যথা, কে দিবে বলিয়া,
কি দিয়া বাঁধিব প্রাণ!

বসন্তলতা।—　　　　গীত (নং ১২)
এ বাসনা বারি কেমনে।
সতত জাগিছে চিতে স্বপনে কি জাগরণে ॥
না জানি এতেক আগে, একি হ'ল অনুরাগে,
দরশনে রূপ জাগে, প্রেম জাগে মনে মনে ॥

বসন্তলতা। (স্বগত)
নিশার স্বপন মিশাল নিশায়

জাগিনু প্রভাতে কাঁদিতে সুধু!
খসিল কল্পনা কুসুমের হার—
লুকাইল ফুল ফুরাল মধু!
রাজার কুমারী ভুবন বিদিত,
অনুচিত জনে অনুরক্ত চিত;
সত্য বটে, কিন্তু কেন মনে হয়—
রাজ-বেশ হীন, হীন ত সে নয়!
নাহি রাজ্য তার—এ হৃদয় আছে,
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য তুচ্ছ এর কাছে!

(গাহিতে গাহিতে সখীগণের ফুল লইয়া প্রবেশ)

গীত (নং ১৩)

ফুল গাঁথিব মনসাধে চল চলে চল।
অলি আসে পাশে একি জ্বালা হ'ল ॥
শিশিরে শীতল ধরা—চলা যায় না ত্বরা।
ঘন পিছলে পা—ফুল ঢল ঢল ॥

যমুনা। এনেছি সজনি এনেছি লো ফুল
মধুকর ধেয়ে আসে!
হের লো রূপের সুষমা অতুল—
অনিল আকুল বাসে!
গাঁথ লো সজনি চিকণ মালা,
কুমারে পাঠাব ডালা;
ফুলের ভুষণ রচিয়া সকলে
সাজাব নরেশ বালা!

সুহাস । এনেছি গোলাব মুকুট তরে !

প্রমদা । আনিয়াছি বেলা দিব লো থরে,
আনিয়াছি যূথী, বকুল মালতী,
হের লো নয়ন আলা !

মাধুরী । এনেছি নন্দিনী আসন সাজায়ে,
সজনী বসাব সুখে ;
কত যে কণ্টক পীড়িল লো করে,
ভুলিব তবে সে দুঃখে !

বসন্তলতা । উদিত তপন হের থর করে—
মলিন কুসুম সই !
অতীত প্রভাত পিতা কি ভাবিবে,
চল গিয়া ঘরে রই !

যমুনা । সে কি লো সজনি গাঁথিবে না হার ?
একি এ নয়নে !—এ যে অনিবার ।

বসন্তলতা । (নীরবে রোদন)

মাধুরী । বলনা লো কি হ'ল অন্তরে,
বল না, পাই যে ব্যথা, বচনে না সরে !

বসন্তলতা । হায় লো ! পিতার যতনে অভাব জানি না,
মাতার বিরহ না জানি ক্ষণে ।
এ নব স্বপনে হৃদয় ভাষায়ে—
কোথা যেতে হবে না পশে মনে !

সখীগণ । গীত (নং ১৪)

ভেবনা ভেবনা আদরিণী ।
রাজ-নন্দিনী,

সোহাগের হাসি তুমি লো সবার ;
সুখ যে তোমা বন্দিনী ॥
চাতকের নীর, চাঁদের সুধা।
নয়নে নিবার চকোর ক্ষুধা,
স্বরগে ভুবনে তুমি বরাননে ;
লাজে বাণীরমা বন্দিনী ॥

বসন্তলতা। চল লো তপন তাপে তাপিত কায়া !
যমুনা। চল তবে যথা ওই শীতল ছায়া।
বসন্তলতা। না সখি চল লো ঘরে—এড়াই তপন করে !
সুহাস। ফুল তোলা খালি মিছে, গাঁথিবে না হার ?
বসন্তলতা। মলিন কুসুম গাঁথি কি হবে অসার ?
মাধুরী। চল তবে ঘরে যাই ছড়াইয়ে ফুল,
সখি লো ফুলের ঘায়ে হবে কি আকুল ?
সখীগণ। গীত (নং ১৫)

ঢালি ফুল ললিত কায়,—
পূজি ফুল প্রতিমায়, সবে আয় আয়,—
নবীন হৃদয়ে নব অভিসার—
দেহ রে কানন হাসি উপহার,—
সুখে পাখি সুললিত গায়।
ফুলরেণু মাখি ভ্রমিছে ভ্রমরা,
গুঞ্জরিয়া কিবা মধু-মাতুয়ারা,
কহি শুভ সমাচার কলিকায়।

(সখীগণ বসন্তলতার অঙ্গে পুষ্প নিক্ষেপ করিতে করিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন মধ্যস্থ পথ।

(বিজয়রঞ্জন ও গায়কের প্রবেশ।)

গায়ক। বরদা-বালার সহচরী সনে—
যাইছে যোগিনী বুঝি কুঞ্জবনে!
বলিবে কি কিছু মম বিবরণ!
বিশেষ করিয়া করেছি বারণ।
আহা—মূর্ত্তিমতী দয়া যোগিনীর বেশে—
শান্তি সুধাময় এ বিজন দেশে,
স্নেহ ভরা বাণী করিয়া শ্রবণ,
স্থির হয়ে ছিল বিচঞ্চল মন;
স্বরূপ সদ্গুণে বুঝি দিব্য পুরস্কার,
সসম্মান সমাদর বিধানধাতার;
তাই ফুল ভালবাসি, তরুতলে আসি,—
ব্রততীরে যতনে সম্ভাষি!
পাখী যদি গেয়ে যায়—কত ডাকি তায়,
শশী তারা সনে কত হাসি!
সাগর অতল জলে, সমুচ্চ শিখর দলে—
ভ্রমে মন কত কুতূহলে!
রমণী রূপের রাশি—সরল শিশুর হাসি,
স্মনে যেন কি সুন্দর বলে!
সুন্দরের পক্ষপাতি নহে কেন মন,
সুন্দর-বন্ধনে আজি জড়িত এমন!

(গায়কের ভ্রমণ করিতে করিতে প্রস্থান।)

(যোগিনীর সহ যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। ম্লান কুমুদিনী যেন, মলিনা সজনী—
কি ভাবনা বালা হৃদয়ে তার ?
কি দুঃখ স্বপনে—যাপিলা যামিনী—
বিশেষ জেনেছি আর।
গায়কের গুণ যদি বা গেয়েছি,
বুঝিতে মানস ছলে ;
আর কত তার চাহে যেন বালা—
নিচল নয়ন জলে।
কিছু ত বলে না—কিছু ত শুনে না,
সভিত আপন মনে ;
কিছু যেন তার হৃদয়ে লাগে না—
মলিন বিষাদ সনে !

যোগিনী প্রবেশের দ্বারে বহু সমাগম—
কেমনে পশিবে তায় !

যমুনা। পাছুর দুয়ারে নৃপতি আদেশ—
নিরাপদে যাওয়া যায় !
এই পথে এস দেবী নদী তীরে তীরে—
পশ্চিমে অশোক দ্বার পাইব অচিরে !

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

(সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত (নং ১৬)

নলিননয়না লুকালো কোথা। (সই লো)
মলিনবদনা বিনা জাগিছে ব্যথা॥
মলিনবদনা কমলিনী সরে।
হেরিয়া মলিন কিরণাকরে॥
ভ্রমর আদরে বুঝাইতে নারে।
হেরিনু ফিরিনু নাহি ত তথা॥

মাধুরী। বুঝি বা যমুনা সনে—
যোগিনী-কুটীরে গিয়াছে সজনী!

সুহাস। চল তবে ত্বরা যাই,
পথ কিন্তু জানা নাই,
কি হবে যদি না পাই আসিলে রজনী ?

প্রমদা। কোথা তবে আছে আর, খুঁজিনু ত চারিধার।
নিশ্চয় এ মনে লয়, যোগিনী-কুটীরে তারা!
নদীতীর জানা আছে হ'বনাক পথহারা।

(সকলের প্রস্থান।)

(বসন্তলতার প্রবেশ।)

বসন্তলতা। গীত (নং ১৭)

না যার যাতনা হায় নয়নের জলে।
দারুণ দহে যেমন বিষাদ-অনলে॥

চিতা যে হইল চিতে, বাকী শুধু প্রাণ দিতে।
প্রেম সাধ সমাধিতে, জ্বলিতে জড়িত জ্বলে ॥
ছি ছি লোক লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
দুরাশা এ ভালবাসা, অকূলে ভাসিতে বলে ॥

(স্বগত) যামিনী! আজি কি তুমি রাখিবে আমায় ?
দেখা দিতে কালি প্রাতে বিষাদ-সজ্জায়!
দিয়াছি গলার হার, পরাণ দানিতে আর,
এ পোড়া মনের জ্বালা জানাব না কায় ;
বিদায়—সুখের সাধ বিদায়—বিদায়!
একি আসিয়াছি কানন-সীমার পার!
ওই আসে হায় রঞ্জন আমার!
পাগল নয়ন একি সাধ কর ?
কুলমান লাজ কেমনে পাশরি!

(বসন্তলতার অন্তরালে অবস্থান।)

(বিজয়রঞ্জনের প্রবেশ।)

বিজয়। শীতল কানন ঘন-তরু-আলিঙ্গনে—
বিহরে ব্রততী সুখে!
শাখি-শাখে গায় নিশি আগমনী,
পাখীকুল মধুমুখে!
সুন্দর কানন সম্মিলন তরে,
রচিলা বরদা রাজ।
সুন্দর সকলি হেথা করিছে বিরাজ!
(আহা!) তরুতলে সিত বেদিতে বসিতে

আবাহনে মধু সমীরণ!
ক্ষণ বসি হৃদয় বিলাসি,
করি এ শোভারে বিলোকন!

(বসিয়া)

জগত জীবন রবি আজিকার মত,
লীলা তব হ'ল অবসিত!
সুখে দুঃখে অবনীর ভবিতব্যতার
এক পৃষ্ঠা হইল পূরিত!

গীত (নং ১৮)

কাঁদে কমল নীরে।
প্রেম প্রাণ বিলাইয়া দূরে মিহিরে॥
শঠ রিপু ষট্ পদে দলে হৃদি মধু মদে।
অভিলাষে ফিরে অধীরে॥
অবলা সহিতে নারে মনোদুঃখ কহে কারে।
কত মন্দ বলে সমীরে॥
নেহারিয়া দিনকরে কত সুখ সে অন্তরে।
গ্রাসিল সকলি হায় রাহু তিমিরে॥
ভাল ফুল ভালবাসা তবু না টুটিল আশা।
বিবশা বিষম বিষে দুখিনী রে!

(সখীগণের নেপথ্যে গীত।)

গীত (নং ১৯)

দেখেছিস কেউ কি যেতে বল্ না তোরা বিজনবাসি।
হারানিধি কোন্ পথে সে যায় বিনোদ-মুখে বিধুর হাসি॥

কাতরা ঘুরে সারা—কোথায় গেল বল্ ভ্রমরা,
হারা মোরা নয়নতারা, সে মধুর হাসির অভিলাষী ॥

গায়ক। আসে বুঝি কুলবালাগণ কানন ভ্রমণ আশে,
বসিব না আর, যাই আপন আবাসে ;
যামিনীতে কি প্রকারে করিব দর্শন—
রাজপুত্র—জানিবে কি ! বুঝিব তখন।

(প্রস্থান।)

(বসন্তলতার গাহিতে গাহিতে প্রকাশ।)

গীত (নং ২০)

দুঃখ নিশা ঢাকিল নভোনয়নে।
হৃদি কমলে কাঁদাইয়ে কোথা লুকালে,
দিনকর নিদয় মনে ॥
ভালবাসিয়ে, নিরাশার নীরে ভাসিয়ে—
তবু ছিল সুখ যে মুখ হেরিয়ে,
ফির ফির নাথ হে মরি বিজনে ॥

(যোগিনী সহ যমুনার পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ।)

যমুনা। কিসের কারণ হেরি উচাটন
বিষাদ কিসের তরে ?
দু'নয়নে বারি, রাজার ঝিয়ারি,
কেন লো ঝরে ?
ছি ছি লো লুকাতে পারিবে না আর,
দেখেছি বুঝেছি যে ভাব তোমার ;

পরবধূ তার এ হেন আচার—
কেমনে মান সে ধরে !

বসন্তলতা।—　　গীত (নং ২১)

মানসে কি আছে সখি আর।
হরিল যে ধ্যান জ্ঞান সতত ভাবনা তার ॥
এত যে নয়নবারি বাসনা ফিরাতে নারি।
উপায় করি কি মরি ফণী যে গলার হার।

(সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

সখীগণ।　　পুনশ্চ গীত (নং ১৯)

দেখেছিস কেউ কি যেতে বল না তোরা বিজনবাসি।
হারানিধি কোন্ পথে সে যায় বিনোদ মুখে বিধুর হাসি ॥
কাতরা ঘুরে সারা—কোথায় গেল বল্ ভ্রমরা।
হারা মোরা নয়ন তারা সে মধুর হাসির অভিলাষী ॥

মাধুরী।　(বসন্তলতাকে দেখিয়া)
এই যে হেথায় সখী—কোথা গিয়াছিলে ?
সারা বন ঘুরে—করেছি ভ্রমণ
খুঁজেছি সকলে মিলে !

প্রমদা।　মম অনুমান দেখিলে প্রমাণ ?
বলেছিনু—যোগিনী-কুটীরে !
পেতেম অবশ্য দেখা গেলে নদীতীরে।

সুহাস।　আঁধার অন্তরে, কন্দরে কন্দরে—
সুধায়ে সকলে ফিরেছি কত !

প্রতিধ্বনি সনে বিজন বিপিনে—
সখি সখি ব'লে ডেকেছি যত !

মাধুরী। যমুনার সনে গোপনে গোপনে—
আমাদের ফেলে যেও না আর !

প্রমদা। এসো লো আলয়ে যোগিনীরে লয়ে—
এখানে ত কিছু নাহি দেখিবার !

সুহাস। বনফুল-হার গেঁথেছি সকলে—
হের লো সজনি পর পর গলে !

যমুনা। (রহস্যে) গীত (নং ২২)
বল লো সখি কোন্ পথে গেলে পাব শ্যাম।
ত্যজি লাজ মান দিয়ে মন প্রাণ,
ফিরি পথে পথে অবিরাম ॥

বসন্তলতা। ছিছি লো যমুনা একি আচরণ ?
কেন কর জ্বালাতন !
কোথা যাবে তবে অভাগিনী আর—
তোমরাও যদি না ভাব আপন ?
নমি গো যোগিনী হের দেবী মনে,
কত জ্বালা সয়ে রয়েছি কেমনে !
জীবনে বাসনা নাহিক আর—
সোণার স্বপনে কালিমা ভরা !
কাতর নয়নে আঁধার ধরা,
হৃদয়ের সুখ হইয়া বিমুখ—
বহিছে দুঃখের ভার !

যোগিনী ।　চপলতা ত্যজি হও বালা ধীর,
মুছহ সত্বর নয়নের নীর ;
বিবাহ তোমার ভাব লো ললনে—
অভাব রেখ না মনে !
যুবতী-জীবন সদা মোহময়,
হেন কত ভাব হয় লো উদয় !
পুনঃ পায় লয়—
অসার নিচয়,
নব আশা আলিঙ্গনে !

যমুনা ।　হৃদয় আসনে যুবরাজে রাখি—
সখী লো ভুলিবি ব্যথা !
গায়ক কি ছার মদনে বিকার—
সে রূপ স্বরূপ কোথা ?

মাধুরী ।　বুঝিলাম নিশি হ'তে কেন ভাবান্তর !
তুমি লো রসিকা ভাল—ছলনা বিস্তর !

যমুনা ।　(রহস্যে)

গীত (নং ২৩)

কি গুণ জানে—কালা কি গুণ জানে ।
মেরেছে আমারে ও সই নয়ন বাণে ॥

বসন্তলতা ।　(নত মুখে রোদন)

সখীগণ ।　(গীত নং ২৪)

তুল লো তুল লো আনত আনন মরি মরি প্রাণে বাজে ।
এ শুভ উৎসবে নবীনা নায়িকা তোমারে হেন না সাজে ॥

শুভ অধিবাস আজি লো সজনী
দেখ শোভে সিত বাসন্তী রজনী।
চল লো ভবনে প্রমুদিত মদন বিধু বিকশিতে লাজে ॥

যমুনা। যুবরাজ পাশে বসিবে বিলাসে যুবরাজ রাণী,
দেশে দেশে ভাসি গাবে যশোরাশি
সমীরে বাখানি!
তপনে নিরখি—কমল কভু কি সখি
থাকে হীন মানি?

বসন্তলতা। গীত (নং ২৫)

কেমনে কহ না সখি পশি ঘরে।
রাজরাণী নাহি হৃদয় আমার ॥
ভিখারিণী হ'তে, প্রতি পলে পলে—
বরিতে কাতর—হৃদয় তার ॥
সোণার স্বপন, সুখের বাসনা—
বিদাইতে নহে জড়িত রসনা—
কি গুণ জানি না সুকবি করেছে।
নয়ন চাহে না সে বিনা আর ॥

যমুনা। (রহস্যে)

গীত (নং ২৬)

ভুলাইয়ে কোথা লুকাল।
সহে না যাতনা, তোরা গরল আনিয়ে দেলো।
বিহনে সে নটবর—তনু মন জর জর।
প্রেম ক'রে নিরন্তর কাঁদিতে জীবন গেল ॥

বসন্তলতা। হে যোগিনি!
কি মন্ত্র তোমার দেহ কৃপা করি,
কর এ দাসীরে তব সহচরী ;
রহিব বিজন বাসে !
জন-কোলাহল না রবে শ্রবণে,
শুনাব নীরব তরু গুল্ম বনে ;
যতেক বেদন জাগে মনে মনে,
জুড়াব তাদের পাশে !

যোগিনী। কেন পাগলিনী হওরে বাছনি—
ধরহ বচন মম !
বিহর আনন্দে সখীগণ সনে,
পাবে পতি মনোরম !

বসন্তলতা। হে যোগিনি !
সেই পতি মম পতি নাহি আর,
দিয়াছি যাহায় গলার হার !

যোগিনী। ধর মম বাণী ভেব না সুশীলা—
রবে না তোমার বিষাদ-ভার !
(স্বগত)
বালক বিজয় করিয়াছে মানা—
কি কাজ বলিয়া—না—না বলিব না !
কালিকারে তবে ভুলাই কি ছলে !
ভাল ভুলাইব মন্ত্রের কৌশলে !
(প্রকাশ্যে)
পূর্ণিমা রজনী শুন সখীগণ,

আজ কলানিধি কিরণে ভরা ;
কৌমুদী-চুমিত যতেক কুসুমে—
যতনে তুলিয়া আনগে ত্বরা !

মাধুরী। ফুটিয়াছে ফুল বহুতর বনে—
কত বা তুলিব সবে ?

যোগিনী। যত পার মিলি আনগে তুলিয়া !

প্রমদা। বাসর সাজাতে হবে ?

যোগিনী। কুসুম নিগড় রচি নিজ করে—
নায়িকা পরিবে গলে।
কুসুম-ভূষণে কুসুম-আসনে—
বিহরিবে কুতূহলে !

সুহাস। ইহাতে কি গুণ কহ বিশেষিয়া—
হে দেবি শুনিব সবে !

যোগিনী। মনোমত জনে মানসে চিন্তনে—
দুঁহুয়ে মিলন হবে !

যমুনা। কম্পিত হৃদয় দেবী কি কহিব আর—
কুলনারী সাজে কি গো হেন অভিসার ?

যোগিনী। নির্ভয় হৃদয়ে বালা হের মন্ত্র-গুণ—
অপকর্ম্মে দেব-মন্ত্র কভু না নিপুণ !

(যোগিনীর প্রস্থান।)

সুহাস। তবে কেন আর ভাব লো সজনি ?
বিহিত বিধান ঘরে !
আনি তুলি ফুল—গাঁথি চিকনিয়া—
নাগরে হৃদয়ে ধ'রে !

সখীগণ।   গীত (নং ২৭)

চল লো যতনে তুলি কুসুম রাশি।
বাঁধিব মধুর হারে বঁধু উদাসী॥
বুঝি লব রাখি পণে মনোচোর সে কেমনে।
হেরিব বদনে বিধু—বিনোদ হাসি॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুসুম-সজ্জিত বসন্তলতার শয়ন কক্ষ।

(যোগিনী সহ কুসুম ভূষিতা বসন্তলতাকে লইয়া
সখীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

সখীগণ   গীত (নং ২৮)

হাসে রে বাসর, আজি নিশা মধু সাগর।
প্রণয় পীয়াসে মন চর চর পাগর॥
হাসে রে কুসুম-কলি উপজে মধু।
আজি আসিবে বঁধু,
বাঁধিব সোহাগ-ডোরে নাগরী নাগর॥

বসন্তলতা। হে যোগিনি প্রণাম চরণে—
গেঁথেছি গো হার আদেশ মত,
অজানিত ভয়ে কাতর হৃদয়ে—

নাহিক সুখের বাসনা তত !
আশাতীত হায় বাসনা আমার—
দারুণ প্রমাদ নহে দূরিবার,
দুঃখভার ল'য়ে ঝাঁপ দিব জলে—
মনের অনল নিভিবে তবে ;
পাগলিনী হ'য়ে এ বাসনা ল'য়ে,
কেমনে কহ না রহিব ভবে ?

যোগিনী। কেন ভয় বাস স্নেহের পুতলি—
কি ভয়—দেবতা রাখিবে তোরে !
বদন-সুষমা সরলতা মাখা—
মলিন হ'তে কি দুঃখের ঘোরে ?
দেহ দেহ মালা হের বালা বসি,
কি ফল মিলায় পূর্ণিমার শশী !
(মালা গ্রহণ)
জান কে সঙ্গিনী ! গাও গাও শুনি—
বিরহের গাথা দুঃখের গান।
বিরহ-ব্যথিত আঁধার হৃদয়ে—
আশার আলোক কর লো দান !

যমুনা। ব্রজ মাঝে শুনি রাধা বিরহিণী—
তাঁর দুঃখ দেবী সকলে জানে !
সঁপি শ্যাম-পদে জীবন যৌবন,
পেয়েছিল ব্যথা সরল প্রাণে।

প্রমদা। কেহ কহে শুনি মিলন হইতে,
বিরহ ভাবিতে ভাল ;

মিলনে পাশরে আপনার সুখ—
বিরহ হৃদয়ে আলো।

মাধুরী। আমি জানি দেবি—এক বিরহিণী—
সদা বিষাদিনী ছিল!
মলিন থাকিত—গান ত শুনিনি—
নীরবে পরাণ দিল!

সুহাস। স্বপনের মত হয় গো স্মরণ;—
অনেক দিনের কথা।
দেখিয়াছিলাম এক উন্মাদিনী,
গাহিত দুঃখের গাথা।
আপনার মনে হাসিত কাঁদিত,
বনে বনে ঘুরে গাঁথিত হার!
সদা যেন কার আশায় থাকিত,
জানি আমি গীত একটী তার।

যোগিনী। শুনায়ে সে গীত নৃপ-কুমারীরে,
পরায়ে দেহ এ মালা।
আশার সুসার হইবে অচিরে,
জুড়াবে প্রাণের জ্বালা!

সুহাস। (যোগিনীর কর হইতে মালা গ্রহণ ও গীত।)

গীত (নং ২৯)

শশীর কিরণে কুসুমের বাস,
প্রণয় পূরিত বিচলিত শ্বাস,
অনিল উছলে মদন-জ্বালা॥
শিহরে ললিত লতা পাতা তরু,

শিহরে সলাজে বাজে গুরু উরু,
নিদারুণ দায়ে নবীনা বালা ॥
চকিতে জাগিয়া বাসনা লুকায়;
প্রাণধন বিনা বৃথা প্রমদায়,
শুকায় সাধের ফুলের মালা ॥
কুসুম-নিগড়ে বাঁধিয়া হৃদয়,
আন আন দূতি সে বঁধু নিদয় ॥
নয়নের নীরে কহিও সখীরে।
শ্রীপদে পীরিতি পরাণ ডালা ॥

(সুহাসের বসন্তলতার কণ্ঠে মালা প্রদান)

যোগিনী। ধর ধর পর গলে সাধনার হার,
অচিরে মনের সাধ মিটিবে তোমার !
(স্বগত)
ধন্য রে মনোজ, ধন্য ফুলবাণ !
ধন্য সম্মোহন—অব্যর্থ সন্ধান !
সুশক্ত তুমি রে অনুরক্ত অতি—
কটাক্ষে ফিরাতে জীবনের গতি !
(প্রকাশ্যে)
যাই আমি আপন আকাশে,
নব সুখ আশে ঘুমাও সোহাগে বালা !

বসন্তলতা। তব পদে প্রাণ করি দেবি দান,
জুড়াক মনের জ্বালা !

যোগিনী। কেন ভয় বাস—সুখের স্বপন

দেখিবে অচিরে বুঝিবে তখন !

(প্রস্থানোদ্যতা)

বসন্তলতা। যেওনাকো দেবি রহ মম পাশে,
এ দাসীরে ঠেলি যেওনা আবাসে !

যোগিনী। নির্ভয় হৃদয়ে রহ বাছাধন,
যাব আমি এবে আছে প্রয়োজন।
(স্বগত)
নৃপতি-সদনে জানাব নিশ্চয়,
শুভলগ্ন আজি অতীত না হয় !

যমুনা। এস দেবি, এই পথে পাইবে দুয়ার।

যোগিনী। দেখিও ব্যাঘাত যেন না ঘটে নিদ্রার !

(যমুনা ও যোগিনীর প্রস্থান।)

বসন্তলতা। যোগিনীরে ফিরে ডাক সই !
না জানি কি পাপে প্রাণ কাঁপে,
মনস্তাপে সারা হই !
বল বল এ বিপাকে কিসে রই ?

(ধীরে ধীরে শয়ন।)

(নেপথ্যে যমুনার গীত।)

যমুনা। গীত (নং ৩০)

মিলি মধু যামিনী প্রিয় জন সঙ্গ।
আজ সোহাগে বিহার সুরঙ্গ ॥
অমিয়া বরখে বিধু, ফুল বরখে লো মধু।
মধু মলয়ানিলে প্রেম তরঙ্গ ॥
জাগ প্রেম উদাসিনী জাগ বালা বিরহিণী।

জাগ সোহাগ-মদ বিভোর অঙ্গ ॥
বোলরে পাপিয়ারা নিদ্ না যাও পিয়ারা।
পীরিতি মাতোয়ারা জাগে অনঙ্গ ॥

(রাজপরিচারিকার প্রবেশ)

রাজপরিচা। হে রাজকুমারি!
নিদ্রায় মগন!
তুলহ সত্বর সহচরীগণ।
নৃপ-অনুমতি—
আসিছে কুমার,
সসম্মান সবে পূজ যথাচার।

বসন্তলতা। (জাগ্রত হইয়া)
শুন সখি—
এ কি হায় ফুরাল স্বপন!

(যমুনার দ্রুত প্রবেশ।)

যমুনা। এস রাজবালা রাখ আলস্য এখন।

প্রমদা। কেন লো যমুনে আসিছে কুমার?

যমুনা। এস এস পরে শুন সমাচার!

(রাজপরিচারিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

রাজপরিচা। রাজার কুমারী—মানি—আদরিণী—
যা করে তা শোভা পায়!
সহচরী তোরা, এত কি গরব!
আমাদের কথা কাণে না যায়?
যাই গিয়ে দেখি কোথায় কি হয়—

জুড়াতে দু'দণ্ড নাহিক সময়।

(রাজপরিচারিকার প্রস্থান।)

(রাজকুমারীর বেশে সজ্জিতা মাধুরীকে লইয়া প্রমদার প্রবেশ ও প্রমদার প্রস্থানোদ্যম।)

মাধুরী। কেন সখি চ'লে যাও ?
কি করিব বোলে দাও—
রহিব কোথায় !

প্রমদা। রহ শয্যায় মগন —
আসিলে কুমার যেন না দেখে বদন !

মাধুরী। যমুনা এতও জানে !

প্রমদা। রহিবে নায়িকা ভাণে !
যাও যাও ঐ দেখ আসে যুবরাজ !

মাধুরী। পায় ধরি ধর তুমি নায়িকার সাজ,
হৃদে বাসি লাজ বড়—তুমিত সকলে দড় ;
আনি আমি আহ্বানিয়া কুমারে হেথায় !

প্রমদা। থাক্ মেনে লাজ তুলে রাখ লো মাথায়,
বদনে বসন দেহ।

মাধুরী। আর যদি আসে কেহ ?

প্রমদা। বলিব গায়কে আর মাধুরীতে বিয়ে—
হবে ত মনের মত রহগে বসিয়ে ?

মাধুরী। হে সখি গায়ক নাকি কুমাররঞ্জন ?

প্রমদা। যমুনা কি তবে বল—বলিল এখন
সচিবের মুখে শুনি কুমাররঞ্জন !
রাজকুমারীর যত প্রশংসা বর্ণন—

ছদ্মবেশে দেখিবার সাধ হয় মনে,
সদুপায় জিজ্ঞাসয়ে সচিব সদনে।
সচিবের সহকারে গায়কের বেশ,
গোপনে গোপনে কেহ না জানে বিশেষ

মাধুরী। দেখা দিতে শুভক্ষণে দেখা হইল ভাল।

প্রমদা। ক্রমে মন্ত্রী মুখে সব ভূপতি শুনিল,
তুষ্ট তায় নৃপবর দিল অনুমতি ;
আজি শুভ-অধিবাসে মিলাতে দম্পতি !

মাধুরী। দেখ কি অতুল রূপ, গর্ব্ব গরিমার !

প্রমদা। দেখ বুঝে পার যদি বিজয় তোমার ?

(মাধুরীর মুখ আবরণ পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন
(যমুনা কুমারকে লইয়া গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ।)

গীত (নং ৩১)

হের পুরজনে।
অলীক আশ অধিক আজি হের নয়নে
রূপের কিরণে চমকে দিক—
ভুবনমোহন মদনে ধিক্।
চলে যুবরাজ চন্দ্র সুধা বরিষণে ॥

কুমার। কোথা সোহাগিনী নৃপতি নন্দিনী-
কহ সহচরী করুণা করি' ?

প্রমদা। নিদ্রায় মগনা আছিলা ললনা—
নয়ন নাহি কি ? কহিতে ডরি।

কুমার। (মাধুরীর প্রতি)

বদনে বসন কিবা প্রয়োজন!
হেন আবরণ কিসের তরে?
উঠ উঠ প্রিয়ে দেখলো চাহিয়ে,
শিখাও করুণা অধম নরে!

(বসন্তলতা ভ্রমে মাধুরীর মুখাবরণ উন্মোচন চেষ্টা,
মাধুরীর প্রকাশ।)

সকলে। গীত (নং ৩২)

ছি ছি ছি ছি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা রসরাজ রাখ লাজ
কুল নারী মরি মরি বল বঁধু কিবা কাজ॥
কেন হে এমন কর, পায়ে ধরি, পরিহর।
ওহে শঠ নটবর, সর সর সর আজ॥

মাধুরী। কি সাহসে আসে নৃপতি-নন্দিনী
এ হেন পুরুষ পাশে?
উদ্ধত সদাই লাজে মরে যাই—
ছি ছি হে সকলে হাসে!

যমুনা। কেমন তুমি হে শঠ-চূড়ামণি—
হারিলে নারীর কাছে?

কুমার। কটাক্ষে জিনিতে পারহ ভুবন—
হারায় হেন কে আছে।

(গায়ক-বালক বেশে বসন্তলতাকে লইয়া
সুহাসের প্রবেশ।)

সুহাস। হে রাজকুমার, লহ উপহার,

অতিথি তুমি এখানে !
এই যে বালক এও সুগায়ক,
নৃপতি-নন্দিনী মোহিত গানে !

প্রমদা। ঘুমায় কুমারী বাঁশরী সমান শুনিয়া ইহার স্বর,
তুমি ত পণ্ডিত শুন ক্ষণ গীত,
মানিবে মধুর হে কবিবর !

কুমার। শিখাও আমারে বালক ধীমান্,
শুনাও তোমার সে মোহন গান !

যমুনা। গাওনা, কি লাজ তায় আর !

কুমার। গাও গাও শুনি সুস্বর তোমার !

বালক গীত (নং ৩৩)

পিক তুঁহু কাহে কুঞ্জবনে বিম্ব বনোয়ারি।
ফুল্ল কমল কেন আজ বিকাশল—
ম্লান হৃদি কমল হামারি ॥
আকুল আঁখি ঝুরতহি ঝর ঝর—
আকুল অন্তর রো'ত নিরন্তর।
বোলব কোন্ কাঁহা শ্যামর—
সুন্দর (পিয়া বঁধু) মাধব মুরারি ॥
বিদগধ মানে না কহি বাণী—
আব না মানে অথির পরাণি।
ঐছন নিরদয় কব না জানি—
কি দোষ করনু ময় নারী ॥
বিহান ভেয়ল জাগল লোক,
বিদারয় অন্তর সরমকি শোক,

চরণ চলিতে ঘর বাধত দেখ,
চিত রাখিতে নারি ॥
বন-বল্লরী কণ্টক হিয়া' পরি দাগে,
নটবর-কর-লিখন যনু জাগে।
কহব কলঙ্কিনী ননদি বিরাগে,
ভালা মানিনী পিয়ারী ॥

কুমার। (গায়ক বালকের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক বসন্তলতাকে প্রকাশ করিয়া কুমারের গীত)

গীত (নং ৩৪)

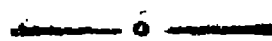
লুকাইতে পারে কে তায়—
কত বা শারদ-শশী মেঘে ঢাকা যায়।
যে সুধা নয়নে জাগে কমল আননে,
বসনে কি আবরিবে হায়।
হৃদয়ের ধন তুমি এসলো হৃদয়ে,—
দেহ মন জুড়াইতে চায়।

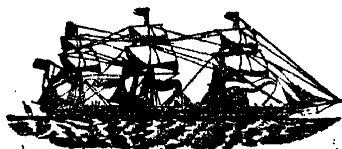
বসন্তলতা। নাথ রমণীর সব সাধ সঁপেছি তোমায়,
প্রাণ মন বিকায়েছি পায়।

সখী সকলে—　　　　গীত (নং ৩৫)

যুগল মিলন কিবা মাধবী-তমাল প্রায়,
ভুবন ভুলান ধন হৃদয়ে-হৃদয়ে হায় ॥
মধুর হাসির ছলে প্রেমের তুফান চলে,
অধর অধর'পরি সুখ-প্রেম-গাঁথা গায়।

বাসনা কানন ফুল, নাহি নাহি সমতুল,
নয়ন নয়নে মজি পলক ভুলিয়া চায়।
শুভ প্রেম-অধিবাসে, কি সুখে সকলে ভাসে,
আমরি সোণার নিশা সোহাগেতে গ'লে যায়





প্র. প্র.

বলা বাহুল্য যে, সুকবি টমাস মুরের সুবিখ্যাত 'লালারুক' গ্রন্থের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া "শুভ অধিবাস" গ্রথিত হইয়াছে—

নাট্যরসামোদী সুধীসজ্জনগণকর্ত্তৃক ইহা এক্ষণে অনুগৃহীত হইলে কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থকার—